RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ২৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ নভেম্বর - ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 28, Issue: 24, Cooch Behar, Friday, 29 November - 12 December, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

বাংলাদেশিদের হোটেলে উঠতে না দেওয়ার ডাক দিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, চিন্ময়ানন্দ মহাপ্রভুকে গ্রেপ্তার ও ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে একাধিক সংগঠন। গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে একের পর এক বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিবাদ। এবার যাতে কোন বাংলাদেশীকে হোটেলে উঠতে না দেওয়া হয় এবং যারা আগে থেকে আছেন তাদের যাতে অবিলম্বে হোটেল ছাড়তে বাধ্য করা হয় তার দাবি জানাল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। এর আগে অবশ্য মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশী পর্যটকদের হোটেলে উঠতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এবার সেই দাবি জানিয়ে শিলিগুড়ি গ্রেটার হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারস্থ হল মহামঞ্চ। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চর সভাপতি বিক্রমাদিত্য মন্ডল বলেন, "যেভাবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। শিলিগুড়ির কোনও হোটেলে যাতে বাংলাদেশীদের ঠাঁই না দেওয়া হয় সেই দাবি হোটেল মালিকদের জানানো হয়েছে। যারা আগে থেকে আছেন তাদেরকেও অবিলম্বে বের করে দেওয়া হোক যাতে তারা দেশে ফিরে যেতে পারে। আগামীতে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক সংগঠনের কাছেও এই দাবি জানানো হবে যাতে তারা কোন বাংলাদেশীকে পরিষেবা না দেন।" শিলিগুড়ি গ্রেটার হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "আমরাও বাংলাদেশে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তার বিরোধীতা করছি। তবে হোটেলে বাংলাদেশীদের উঠতে দেওয়া হবে কিনা সেটা সংগঠনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

শেষ হয়েও হইল না শেষ। আসলে কোচবিহার রাসমেলা শেষ হলেও তার রেশ থেকে যায়। আবার অপেক্ষা শুরু হয় পরের বছরের। একবার ফিরে দেখা যাক কোচবিহার রাসমেলা।

রাসমেলার শুরু

১৫ নভেম্বর কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসবের সূচনা হয়। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বিশেষ পুজোর পরে রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের সূচনা করেন। তার ঠিক একদিন পরে কোচবিহার রাসমেলা শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ফিতে কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহারের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

মেলা চলল পনেরো দিন

মেলা কতদিন চলবে তা নিয়ে কোচবিহার পুরসভা ও প্রশাসনের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়। মেলার আয়োজন করে কোচবিহার পুরসভা। মেলার নিরাপত্তা দিয়ে সহযোগিতা করে পুলিশ-প্রশাসন। পুরসভার চেয়ারম্যান দাবি করেছিলেন, মেলা কুড়ি দিন করতে হবে। প্রশাসন অবশ্য পনেরো দিনের বেশি মেলা করতে রাজি ছিল না। শেষপর্যন্ত প্রশাসনই জয়ী হয়। পনেরো দিনের মাথায় ৩০ নভেম্বর মেলা শেষ হয়।

ভাঙা মেলা চলল তিনদিন

রাসমেলা শেষ হওয়ার পরে ভাঙা মেলা চলল তিনদিন। মেলায় রাজ্যে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। মেলার শেষে দোকান-ঘর ভাঙা থেকে জিনিসপত্র গুটিয়ে নেওয়ার ফাঁকে চলতে থাকে বিক্রি। ভাঙা মেলাতেও উপচে মানুষের ভিড়।

১৩০ কোটির ব্যবসা

এবারে মেলায় ১৩০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে বলে দাবি করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি দাবি করেন, আরও একশ কোটির বেশি ব্যবসা হয়েছিল। এবারে মেলার দিন কুড়ি থেকে কমিয়ে পনেরো আনায় ব্যবসা খারাপ হয়েছে।

শেষ মেলায় ভিড়

মেলার শেষ সপ্তাহে উপচে পড়ল মানুষের ভিড়। ১৬ ডিসেম্বর থেকে মেলা শুরু হয়। ২৬ ডিসেম্বর থেকে মেলায় ব্যাপক হারে ভিড় হয়। বেশ কিছু গলিতে ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়। পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশের। মেলার শেষ দু'দিন অন্ততপক্ষে দেড় লক্ষ মানুষ মেলায় ভিড় কড়েছেব বলে মনে করছে পুলিশ।

মেলায় নিখোঁজ

রাসমেলায় ঘুরতে এসে নিখোঁজ হয়েছিলেন প্রায় ৬০ জন মানুষ। এদের মধ্যে ২৪ জন মহিলা, ১০ জন পুরুষ। বাকি সবাই শিশু। সবাইকে খুঁজে বের করে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

মেলার পরে ঘরে ফিরল মদনমোহন বিগ্রহ

মেলার কয়েকদিন মদনমোহন বিগ্রহকে মন্দিরের বারান্দায় রাখা হয়েছিল। পরম্পরা ধরে রেখেই বিগ্রহ বাইরে রাখা হয়। সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করেন ভক্তরা। মেলা শেষ হওয়ার পরে মদনমোহন বিগ্রহকে মন্দিরের ঘরে ফেরানো হয়।

বৈরাগী দিঘির ফোয়ারা

দিঘির সৌন্দর্য বাড়াতে ফোয়ারা বসানো হয়েছে মদনমোহন মন্দিরের উল্টোদিকের বৈরাগী দিঘিতে।

বছরের বাকি সময় তা বন্ধ থাকলেও মেলার কয়েকদিন সন্ধ্যে বেলায় সেই ফোয়ারা চালু করা হয়। রঙ-বেরঙের আলোর সঙ্গে ফোয়ারার জলতরঙ্গ থেকে খুশি হন ভক্তরা। ওই ফোয়ারা দেখতে এবারে ভিড় করেছিলেন মানুষ।

পুতনা রাক্ষসী

মদনমোহন মন্দির চত্বরেই তৈরি করা হয় পুতনা রাক্ষসীর মূর্তি। ওই মূর্তির ছোটদের আকর্ষণ তীব্র। মেলার কয়েকদিন তা দেখতে ছোটদের ভিড় উপচে পরে মদনমোহন মন্দিরে।

রাসচক্র

মেলার সব থেকে বড় আকর্ষণ রাসচক্র। মেলায় আগত ভক্তদের কেউই রাসচক্র না ঘুরিয়ে বাড়ি ফেরেন না। মদনমোহন মন্দিরেই বসানো হয় ওই চক্র। যা সম্প্রীতির এক বড় উদাহারণ। ওই রাসচক্র বংশ পরম্পরায় তৈরি করেন আলতাপ মিয়ার পরিবারে। এবারে আলতাপের অসুস্থতার কারণে তাঁর ছেলে আমিনুর মিয়া ওই রাসচক্র তৈরি কড়েছেন।

টমটম গাড়ি

মেলার ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে টমটম গাড়ি। রাসমেলা হবে আর টমটম গাড়ি থাকবে না তা কখনও হতে পারে না। মেলার শুরুর থেকেই বিহারের একদল মানুষ টমটম গাড়ি নিয়ে হাজির হন মেলায়। মেলায় গিয়ে ছোটদের ওই টমটম গাড়ি চাই।

ভুতুরে গুহা

মেলায় এবারে ছোটদের আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ভুতুরে গুহা। পঞ্চাশ টাকা টিকিট কেটে ওই গুহায় ঢুকতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তার পরে অবশ্য অনেকেই গুহার ভেতর থেকে আতংকে চিৎকার করে বেরিয়ে আসে।

জিলিপি

মেলার রসের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জিলিপির রস। রাসমেলার বিখ্যাত জিলিপি ভেটাগুড়ি ও বাবুরহাটের। ভেটাগুড়ির নাম অনেকটা বেশি। যদিও জিলিপি কিন্তু দুই দোকানেই দেখা যায় লাইন। তার বাইরেও অনেকেক জিলিপির দোকান বসে মেলায়।

রাসমেলায় মঞ্চ

কলকাতা-মুম্বইয়ের শিল্পীদের এনে রাসমেলার মঞ্চে চলে অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীদের দিয়েও হয় নানা অনুষ্ঠান। ভাওয়াইয়া গানের আসরও বসে ওই মঞ্চে।

রাসের যাত্রা

একসময় শীত পড়তেই শুরু হয়ে যেত যাত্রাপালার আসর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে সব। এখন আর তেমন যাত্রা দেখা যায়নি। শহরে তো নয়ই। কিন্তু রাসমেলার মদনমোহন মন্দিরের ভেতরের মঞ্চে রাখা হয় যাত্রাপালা। বেশ কয়েকদিন ধরে কলকাতা-কোচবিহারের একাধিক যাত্রাদল যাত্রা মঞ্চস্থ করে।

লক্ষাধিক ভোটে জয় সঙ্গীতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রত্যাশা মতোই কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার উপনির্বাচনে রেকর্ড ভোটে জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। ২৩ ডিসেম্বর শনিবার উপনির্বাচনের ভোট গণনা হয়। গণনায় দেখা যায়, তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার রায়কে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬৩৬ ভোটে পরাজিত করেছেন। সঙ্গীতা রায় পেয়েছেন ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৪৮ টি ভোট। সেখানে বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার রায় পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৩৪৮ টি ভোট। বাম ও কংগ্রেস আরও পিছিয়ে ছিলেন। বাম তথা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা পেয়েছেন ৩,৩১৯ টি ভোট এবং জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ পেয়েছেন ৯,১৭৭ টি ভোট। এছাড়াও তিনজন নির্দল প্রার্থী ময়দানে ছিলেন। তাদের মধ্যে কাশীকান্ত বর্মণ পেয়েছে ৬১৭ টি ভোট। কমল বর্মন পেয়েছে ১৭২৭ টি ভোট এবং আরেক নির্দল প্রার্থী দীপক কুমার রায় পেয়েছে ৬৭১ টি ভোট। এছাড়াও নোটায় ভোট পড়েছে ১৩১৫ টি ভোট। গণনার প্রথম রাউন্ডেই প্রায় পনেরো হাজার ভোটে এগিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী। এরপরে রাউন্ড যত এগিয়েছে ব্যবধান তত বেড়েছে। মোট বারো রাউন্ড গণনা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, লক্ষাধিক ভোটে এগিয়ে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। রাউন্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবির বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতে ওঠেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্র দিনহাটা কলেজের সামনে তৃণমূলের ক্যাম্পে হাজির ছিলেন সঙ্গীতার স্বামী সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। পরে সেখানে পৌঁছান দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বলেন, "সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি মানুষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করলাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। মানুষ পাশে ছিল তাই বিপুল ভোটে জিততে পেরেছি।"

এদিন ভোট গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার রায় গণনা কেন্দ্র থেকে বের হয়ে যান। সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা জয় বাংলা ধ্বনি দিতে থাকেন। দীপক বলেন, "সন্ত্রাসের আবহে ভোট হয়েছে। ভোট লুঠ হয়েছে। তাতে এই ফল প্রত্যাশিতই ছিল। মানুষের মত এই রায়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়নি।" কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ বলেন, "মানুষের ভোট দিতে পারেনি। বিরোধী পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি। যারা বসেছিল তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ ছাব্বিশে বিধানসভার ভোটে উপযুক্ত জবাব দেবে তৃণমূলকে।"

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "এই ব্যবধান প্রত্যাশা ছিল। ভোট শতাংশ কম হয়েছিল। সব মানুষ যদি ভোট দিতেন তাহলে এই ব্যবধান আরও বেড়ে যেত।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "এই ফল প্রত্যাশিত ছিল। কারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে রয়েছেন। ব্যবধান আরও বেড়ে রেকর্ড যদি ভোট শতাংশ বাড়ত। আমরা সে লক্ষ্য নিয়েই কাজ করেছিলাম। কর্মীদের টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোট শতাংশ কম পড়ায় মার্জিন কিছুটা কমেছে। আগামীতে কোচবিহারে ৯ টি আসন জয় করে বিজেপিকে শূন্যে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।" রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে খুশি হয়েছেন। তাই আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছি।"

কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "এই জয় আমাদের প্রত্যাশিত ছিল। এই জয় মা মাটি মানুষের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।"

ডাঃ ইউনুসের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদে সামিল কোচবিহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পড়শী রাষ্ট্র বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে দেওয়া, এইসব ঘটনার প্রতিবাদে এবং সম্প্রতি সনাতনী ধর্ম গুরু চিন্ময় প্রভুকে দেশ দ্রোহীতার আখ্যা দিয়ে বর্তমান মোহাম্মদ ইউনুস শাসিত বাংলাদেশ সরকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার প্রতিবাদে ও বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দু সনাতনীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ২ ডিসেম্বর চ্যাংড়াবান্ধা সনাতনী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদী মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি "জয় শ্রী রাম" ও "ভারত মাতা কি জয়" ধ্বনি সহযোগে চ্যাংড়াবান্ধা ভিআইপি মোড় সংলগ্ন হনুমান মন্দির থেকে চ্যাংড়াবান্ধা জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে বাংলাদেশ সরকারের এই কাজকে ধিক্কার জানাতে থাকে। মিছিলটি যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য এদিন ভিআইপি মোড়-এ মেখলিগঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। মিছিলটি জিরো পয়েন্টের দিকে রওনা দিলে, পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়। এরপর সনাতনী ঐক্য মঞ্চের পক্ষ থেকে ডক্টর ইউনুসের কুশপুতুল দাহ করা হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন চ্যাংড়াবান্ধা সনাতনী ঐক্য মঞ্চের সদস্য শুভময় ঘোষ, পরেশ মণ্ডল, সুনির্মল গুহ, শ্যামল ব্রহ্ম, শিবু বোস, বিষ্ণু ঠাকুর, বিশ্ব বিশ্বাস, সুবল দাস, রবি শীল, সন্তোষ ঠাকুর, অজয় সরকার, টিংকু ঠাকুর সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উদয়নকে উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র করল তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহের মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে সাংগঠনিক কিছু দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। সেখানে উদয়ন গুহকে দলের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র করা হয়েছে। ওই তালিকায় যদিও উত্তরবঙ্গের আরও দুটি মুখ রয়েছেন। তাঁদের একজন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং আলিপুরদুয়ারের প্রকাশচিক বরাইক। উপনির্বাচনে জয়ী উদয়ন গুহকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী করেছিল দল। এবারে তাঁকে দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হল। উদয়ন বলেন, "দল যে দায়িত্ব দিয়েছে তা পালন করব। দলের নির্দেশ মেনে যাবতীয় বিষয় তুলে ধরব।"

সংস্কৃত কলেজ চালুর দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সংস্কৃত কলেজ সংস্কার করে পুনরায় চালুর দাবি করলেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। ২৫ ডিসেম্বর সোমবার ওই দাবি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি বিধায়ক। বিধায়ক বলেন, "কোচবিহারের একটি গৌরব ছিল সংস্কৃত কলেজ। অথচ দীর্ঘসময় ধরে তা বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই কলেজ পুনরায় চালু করা এবং সংস্কার করার জন্য আবেদন নিয়ে বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করেছি। এর আগেও একাধিকবার বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করেছি। শিক্ষামন্ত্রী খুব শীঘ্রই সংস্কৃত কলেজ অধিগ্রহণ করে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। আমরা আশাবাদী।"

আবাস তালিকা নিয়ে ক্ষোভে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আবাস তালিকায় নাম না থাকার অভিযোগে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। ২৭ নভেম্বর বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের চিলাখানা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি বুথের কয়েকশো মানুষ আন্দোলনে সামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের গ্রামে দুই হাজার বাসিন্দা রয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই গরীব। অথচ ওই গ্রামের একজন বাসিন্দারও নাম নেই আবাসের তালিকায়। কি কারণে তালিকায় নাম নেই তা নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। সে জন্যেই তারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে নেমেছেন। ঘন্টা দুয়েক বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে যান তুফানগঞ্জের প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা। প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এই মুহূর্তে ওই বিষয় নিয়ে কিছু করার নেই তা জানানো হয়েছে। তবে ওই দুটি বুথের বাসিন্দাদের নাম তালিকা ও নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।" কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত অবশ্য দিন কয়েক আগে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, আবাসের আগের যে তালিকা রয়েছে তা ধরেই সমীক্ষা হবে। নতুন করে কোনও নাম নথিভুক্ত হবে না। ওই তালিকা অনুসারে আবাস তালিকায় ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৫ টি পরিবারের নাম রয়েছে। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬০৫ টি নামে অনুমোদন রয়েছে। ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমীক্ষা চলবে। সুপার চেকিংও শুরু হয়েছে। গ্রাম সংসদ পাশ হয়ে ওই তালিকা রাজ্যে পৌঁছাবে। ২১-২৩ ডিসেম্বর টাকা ছাড়ার কথা। কয়েকজন বিক্ষোভকারী বলেন, "আমাদের দুটি বুথের কারও নাম নেই আবাসের তালিকায়। অথচ দুটি বুথেই বহু গরীব মানুষ রয়েছেন যাদের কাঁচা বাড়ি। আমরা আগে প্রধান ও বিডিওকে জানিয়েছি। কোনও কাজ হয়নি। তাই আমরা এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত দফতরে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।"

নির্বাচনের কারণে কোচবিহার জেলায় আবাসের সমীক্ষার কাজ দেরি করে শুরু করা হয়। ২৪ নভেম্বর থেকে আবাসের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। আবাস তালিকা নিয়ে বেশ কিছু এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। এর আগে তুফানগঞ্জের শালবাড়িতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, যোগ্যদের নাম নেই তালিকায়, অনেক অযোগ্যদের নাম রয়েছে। এদিন ফের তুফানগঞ্জে অভিযোগ ওঠে।

আলু-পেঁয়াজের দাম বেঁধে দিল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে আলু-পেঁয়াজের দাম বেঁধে দিল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ২৪ নভেম্বর রবিবার কোচবিহার জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন। দীর্ঘ বৈঠকের পরে আলু-পেঁয়াজের দাম বেঁধে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কোচবিহার জেলা টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে রয়েছেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত। তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, খুচরো বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ৩০ টাকা এবং পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকা করে রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাইকারি ২৪ থেকে ২৬ টাকা কেজি প্রতি আলু বিক্রি করতে হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তার বেশি কেউ দাম নিলে টাস্ক ফোর্সের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আলু-পেঁয়াজের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে। সে মতোই আলোচনা হওয়ার পরে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে ব্যবসায়ীরাও সহমতপোষণ করেছেন।" আলু ব্যবসায়ী সমিতির কোচবিহার জেলা আহ্বায়ক গোপাল সাহা ওই বৈঠকে ছিলেন। তিনি বলেন, "প্রশাসন দামেই আলু বিক্রি সম্ভব হবে বলে মনে করছি।" কোচবিহার জেলা হিমঘর মালিক সমিতির কোচবিহার আহ্বায়ক অমলেশ গোস্বামী ওই বৈঠকে ছিলেন। তিনি বলেন, "আলুর দাম কেজি প্রতি ৩০ টাকার মধ্যেই থাকার কথা। তাতে প্রশাসন যে দর বেঁধে দিয়েছে তা একদম ঠিক রয়েছে। তাতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

কোচবিহার প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। উৎপাদিত আলুর একটি অংশ হিমঘরে রাখা হয়। কোচবিহারে কুড়িটি হিমঘর রয়েছে। সারা বছর হিমঘর থেকে আলু বের করে তা বাজারে বিক্রি করা হয়। এছাড়া বাইরের রাজ্য থেকেও কিছু আলু বাজারে আসে। অভিযোগ, বর্তমানে বাজারগুলিতে সাদা আলু নেওয়া হয় কেজি প্রতি ৩৫ টাকা এবং লাল আলু নেওয়া কেজি প্রতি ৪০ টাকা। নতুন আলু কেজি প্রতি ষাট টাকা। পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা। খুচরো ব্যবসায়ীদের দাবি, খুচরো বাজারে দাম বেড়ে যাওয়াতেই তাদের দাম বাড়াতে হয়েছে। তা নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

শালটিয়া নদীর ভাঙন রোধে ব্যবস্থার আশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শালটিয়া নদীর ভাঙন রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে সেচ দফতর। বুধবার ওই দাবি করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনি জানিয়েছেন, কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ওই নদী ভাঙনে বহু মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ওই সমস্যার সমাধানে পাটছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে নদীর ডানদিকে ভাঙন রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে সেচ দফতর। ওই সমস্যা নিয়ে সেচ মন্ত্রীকেও ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকে শালটিয়া নদীর ভাঙন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, শালটিয়া নদীর ভাঙনের জেরে বহু মানুষের কৃষি জমি ক্ষতির মুখে পড়েছে। বহু মানুষের জমি নদী ভেঙে নিয়ে গিয়েছে।

আবাসের কাজ খতিয়ে দেখতে জেলায় রাজ্যের প্রতিনিধি দল

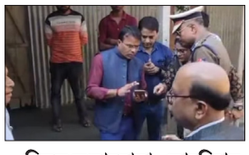

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আবাস সমীক্ষার কাজ খতিয়ে দেখতে এবারে রাজ্য সরকারের দুই প্রতিনিধি পৌঁছাল কোচবিহারে। ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে নিউ কোচবিহার স্টেশন যে শহরে পৌঁছান ওই দুই সদস্য। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের করে সমীক্ষার রিপোর্ট নেবেন প্রতিনিধিরা। ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছে যুগ্ম সচিব পূর্ণেন্দু নস্কর, সহকারী সচিব শুভঙ্কর ভট্টাচার্য। এদিন পৌঁছেই সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন তাঁরা। উপনির্বাচনের বিধিনিষেধের কারণে কোচবিহার জেলায় অনেকটা দেরি করে (২৪ নভেম্বর) আবাস সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। তা শুরু হতেই একাধিক জায়গায় অভিযোগ ওঠে, ওই তালিকায় অনেক অযোগ্যদের নাম রয়েছে। যোগ্যদের নাম নেই। এই অবস্থার মধ্যে এদিন দিনহাটার ওকরাবাড়ির এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ওই তালিকা থেকে নিজের নাম কাটানোর জন্যে আবেদন করেন। তিনি প্রশাসনকে জানিয়েছেন, তাঁর পরিবার স্বচ্ছল। তাই তিনি সরকারি ঘর নিতে চান না। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন, "দুই সদস্যের প্রতিনিধি কোচবিহারে এসেছেন।" আগামী ৫ ডিসেম্বর সমীক্ষাফ কাজ শেষ হবে।

রাসমেলায় উপচে পড়ল ভিড়, নিরাপত্তায় জোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রবিবার ছুটির দিনে রাসমেলায় উপচে পড়ল ভিড়। ২৪ নভেম্বর ভিড় সব থেকে বেশি হয়। সেদিন থেকে টানা ভিড় চলতে থাকে। ভিড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নজরদারিও বাড়িয়েছে পুলিশ। মেলায় প্রবেশের প্রত্যেকটি রাস্তায় মেটাল ডিটেক্টর বসিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া পুলিশ কুকুর দিয়েও মেলায় তল্লাশি চলছে। ভিড় দেখে খুশি ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "ছুটির দিনে মেলার ভিড় এমনিতেই বেশি হয়। এছাড়া মেলা শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ভিড় বেড়েছে। শেষ কয়েকদিন মেলায় আরও দর্শনার্থী আসবেন বলে আমরা মনে করছি।" কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মেলায় অপরাধমূলক কাজকর্ম রুখতে কড়া নজর রয়েছে।"

গত ১৫ নম্বর মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা। তার ঠিক একদিন পরে ১৬ নভেম্বর কোচবিহার রাসমেলার উদ্বোধন হয়। কোচবিহারের রাসমেলা উত্তর-পূর্ব ভারতের সব থেকে বড় মেলা। মেলার কয়েকদিনে কয়েক লক্ষ মানুষের ভিড় হয় সেখানে। কোচবিহার তো বটেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা, অসম-বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন মেলায়। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ব্যবসায়ী তাঁদের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন মেলায়। এছাড়া সার্কাস, নাগরদোলার মতো বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এদিন দুপুর থেকেই মেলায় ভিড় জমতে থাকে। সন্ধ্যের পর ভিড় উপচে পড়ে। ছুটির দিনে মেলায় সব থেকে বেশি ভিড় হয়।

শপথ নিলেন সঙ্গীতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শপথ নিলেন কোচবিহারের সিতাই উপনির্বাচনের জয়ী প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। ২ ডিসেম্বর সোমবার বিধানসভায় তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা থেকে জিতে আসা ছয়জন বিধায়ককেই শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। সঙ্গীতার সঙ্গেই শপথ নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ থেকে জিতে আসা আরেক বিধায়ক আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপপো। সঙ্গীতা শপথ নেওয়ার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে প্রণাম করেন। শপথ নেওয়ার পরে সঙ্গীতা জানিয়েছেন, তিনি সিতাইয়ে একটি দমকল কেন্দ্র করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবারে সে প্রতিশ্রুতি পালন করার পালা। সে জন্যে তদ্বির শুরু করেছেন। সিতাই অত্যন্ত প্রত্যন্ত একটি জায়গা। সেখানে কোনও দমকল কেন্দ্র নেই। সেখানে দুর্ঘটনা হলে দিনহাটা ও মাথাভাঙার উপরে নির্ভর করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে সিতাইয়ে দমকল পৌঁছাতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন হয়। সঙ্গীতা বলেন, "আশা করছি দমকল কেন্দ্র গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত জায়গায় উন্নয়নের কাজ করছেন।" আগে সিতাইয়ের বিধায়ক ছিলেন সঙ্গীতার স্বামী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তিনি এবারে কোচবিহার লোকসভা আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন। তাতেই ওই আসনে উপনির্বাচন হয়। সেখানে জগদীশের স্ত্রীকেই প্রার্থী করে দল। সঙ্গীতা ওই কেন্দ্র থেকে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন। সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায় বিরোধী বিজেপি দলের প্রার্থী দীপক রায়কে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৫৬ ভোটে পরাজিত করেন। বড় ব্যবধানে জয়ে তাঁকে দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

ট্যাব কাণ্ডে মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি এসএফআইয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্যাব কাণ্ডে মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হল এসএফআই। শুক্রবার কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জেলা পরিদর্শককে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। এসএফআইয়ের কোচবিহার জেলা সম্পাদক প্রাঞ্জল মিত্র বলেন, "ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে কিছু গ্রেফতার হয়েছে। আমরা দাবি করেছি এই চক্রের পেছনে মূল মাথা যারা তাদের গ্রেফতার করা হোক। এছাড়া স্কুলের ফি নির্দিষ্ট করা, স্কুলে স্কুলে পকসো কমিটি গঠনের দাবিও করা হয়।" রাজ্যের সঙ্গে কোচবিহারেও ট্যাব কাণ্ডে বেশ কয়েকটি স্কুলের ৮১ জন ছাত্রছাত্রীর টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রাজ্য সরকারের প্রকল্পে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের জন্য দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। সে মতো প্রত্যেকটি স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর শিক্ষা দফতরে পোর্টালে নথিভুক্ত করা হয়। দুর্গাপুজোর আগেই ছাত্রছাত্রীদের ওই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। পুজোর ছুটি কাটিয়ে স্কুল খুলতেই অনেক ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেন, তাদের কোনও অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছায়নি। এর পরেই তা নিয়ে হইচই পড়ে যায়। কোচবিহারের রামগোপাল লাখোটিয়া হাইস্কুলের ৫০ জন জন ছাত্র ওই টাকা পাননি। এর বাইরে মধুপুর হাইস্কুলের ৭ জন, পাতলাখাওয়া হাইস্কুলের ১ জন, গুঁড়িয়াহাটি গার্লসের ২ জন, হলদিবাড়ি গার্লস হাইস্কুলের ১১ জন ছাত্রী ওই টাকা পাননি। তা নিয়ে কোচবিহরের তিনটি থানায় ছয়টি মামলা দায়ের হয়েছে।

কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শক সমর চন্দ্র মন্ডল বলেন, "আমরা যে কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছি সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশকে জানানো হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে।" কোচবিহার জেলা পুলিশের আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে।"

চাকরির টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: চাকরির টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। কোচবিহরের দিনহাটার ওই তৃণমূল জেলা পরিষদের সদস্য মীর হুমায়ন কবীর। ২৫ নভেম্বর সোমবার টাকা ফেরত চেয়ে তার বাড়ির সামনে যান বেশ কিছু মানুষ। ওই বাসিন্দাদের সঙ্গে তৃণমূল নেতার বাড়িতে যান তৃণমূলের দিনহাটা দুই ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার, দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী। অবশ্য সে সময় মীর হুমায়ুন কবীর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "চাকরি দেওয়ার নাম করে যে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। রবিবার রাতে একদল দুষ্কৃতী আমার বাড়ির সামনে বোমাবাজি করে। সেটা জানার পরই হয়ত আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা।" অভিযোগ, তিনি ব্লক সভাপতি থাকাকালীন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাকরি দেবার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে বাড়িতে হুমায়ুনকে না পেয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে ফিরে যান। তা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।" দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের ওই বাসিন্দাদের অভিযোগ, তমীর হুমায়ুন দলের ব্লক সভাপতি থাকার সময় স্কুলের চাকরি দেওয়ার নাম করে কারও কাছে আট লক্ষ, কারও কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। তৃণমূলের দিনহাটা ২ ব্লক সভাপতি দীপক কুমার ভট্টাচার্য বলেন, "কেউ যদি চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেয় তাহলে সেটা অন্যায়। বিষয়টি দলীয় স্তরে তদন্ত করে দেখা হবে।"

বিদ্বেষের মাঝে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন ডাক্তার শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

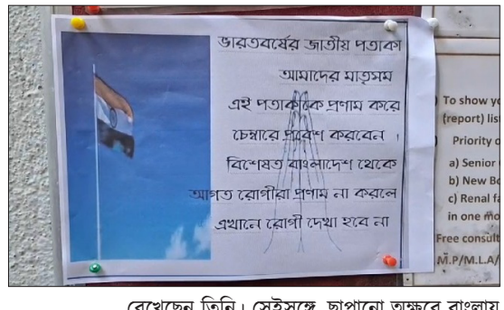

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের জাতীয় পতাকার গরিমা নষ্ট করা হয়েছে। যার প্রতিবাদে বাংলাদেশী রোগী দেখা একে-একে বন্ধ করতে শুরু করেছে এপার বাংলার একাধিক চিকিৎসক। একজন চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্যই হল যেকোনও পরিস্থিতিতে আগে রোগীর চিকিৎসা করা, তাঁর প্রাণ বাঁচানো। কিন্তু, চিকিৎসক হন বা অন্য যে কেউ, কারও পক্ষেই জাতীয় পতাকার অবমাননা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী রোগীদের পুরোপুরি ব্রাত্য না করে প্রতিবাদের এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন শিলিগুড়ির এক চিকিৎসক। উত্তরবঙ্গের এই মহকুমা-শহরে নিজস্ব চেম্বার রয়েছে ডাক্তার শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞ। শিলিগুড়িতে নিজের চেম্বারের বাইরে, ঢোকার মুখে একটি জাতীয় পতাকা লাগিয়ে রেখেছেন তিনি। সেইসঙ্গে, ছাপানো অক্ষরে বাংলায় লেখা রয়েছে একটি বার্তা। তাতে বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা আমাদের মাতৃসম এই পতাকাকে প্রণাম করে চেম্বারে প্রবেশ করবেন। বিশেষত বাংলাদেশ থেকে আগত রোগীরা প্রণাম না করলে এখানে রোগী দেখা হবে না। "তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চেম্বারে উপস্থিত সকলেই।"

সম্পাদকীয়

বন্ধ হোক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে সরগরম বাংলাদেশ। যার রেশ এসে পড়েছে এপারেও। অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমবাংলায়। কোচবিহার ঘেঁষে রয়েছে দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্ত। প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার। কোচবিহারের মধ্যেই একসময় ছিল রংপুর। যা আজ বাংলাদেশের অংশ। ভাগ হয়ে গেলেও ওপারে রয়ে গিয়েছে এপরের বহু পরিজন। যাদের মধ্যে নিত্য যাতায়াত চলে। বাংলাদেশ অস্থির হয়ে ওঠার পর থেকেই সেই সংখ্যালঘুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এর আগে একবার বহু সংখ্যালঘু মানুষ এপারে আসতে চেয়ে সীমান্তে ভিড় করেন। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তাঁদের বুঝিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়। এবারে দিন কয়েক আগে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করা হয় বাংলাদেশে। তারপর থেকে নির্যাতন বাড়তে শুরু করে। প্রত্যেকদিন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে হামলা হচ্ছে। যার চিত্র ফুটে উঠছে টেলিভিশন থেকে সমাজমাধ্যমের পর্দায়। এই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই কবে পাবেন সংখ্যালঘুরা, সে প্রশ্ন এখন বড় করে তোলা প্রয়োজন।।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বিদ্রোহী!!

... অমিতাভ চক্রবর্তী

ফ্লাইটের সময় ৪:৩০ মিনিট। প্রোগ্রাম তো মনে মনে একটা আকাঁই থাকে। বাগডোগরা ৫ঃ৩০ মিনিট। তারপর সোজা লাটাগুরি। আমার পাশে লাউঞ্জে যিনি বসেছেন তার কথাটা ভাবছি ! বিড়াট টিম নিয়ে বিকাল ৬.০০ টার মিটিং এ তিনি বসবেন। তার কোম্পানির সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মীরা লাটাগুরিতে পৌঁছে গেছেন। আমি অবশ্য যাবো কোচবিহার। আর রাত ৮.০০ টায় কোচবিহারে একটা জরুরী মিটিং অলরেডী ফিক্সড। আমার বন্ধুবর রমেশজী, নিজেকে মুক্ত করবার বাসনায় ২.০০ টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে মুক্তি দিয়ে জন অরণ্যে মিশে গিয়েছেন। দাদা, গুডবাই!! হাত নেড়ে অবশ্য বলেছিলেন। হাতে অনেক সময় ছিল। দু তিনটে বই কিনলাম। ভাবনা কিন্তু সেই মিটিং। যদি সময়ে পৌঁছাতে না পারি????? ফ্লাইট FE 603 ডিলেড!

এয়ারপোর্টের হাজারো ডিসপ্লে। Flight Delayed. প্রায় ৪৫ মিনিট। এইটুকু মেনে নিতে হয়। ৪৫ মিনিট পর বোর্ডিং শুরু হলো। ফ্লাইট টেক অফের নামগন্ধ নেই। প্রতিবাদ করতে শুরু করলাম। কলকাতা বাগডোগরা ফ্লাইট। স্পাইসজেট নামের একটা বিমান সংস্থা যাত্রীদের কিভাবে হ্যারাজ করা যায় তা জানে। ইংরেজি ভাষায় ট্রেন দেরি হলে বলে ট্রেন লেট। আর ফ্লাইট উঠতে দেরি হলে বলে ডিলেড। গন্ডগোল লাগলো একটু পরে। আমি এবং আমার সহযাত্রীরা বাসযাত্রায় দেরী হলে যেভাবে কন্ডাক্টার আর ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে থাকি, সেভাবেই এয়ার ক্রিউকে ব্যতিব্যস্ত করে দিলাম। পাইলট ককপিট বন্ধ করে দিয়েছে। বাঙ্গালির অভিধানে "ক্যাচাল" বলে একটা শব্দ হয়ত আছে। সেই "শব্দের" মান সম্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে নিলাম। স্পাইসজেট বলছে না ফ্লাইট কখন ছাড়বে। অথচ বোর্ডিং কমপ্লিট। এমন একটা অবস্থার মধ্যে ভাষার রকমারি প্রোয়োগ শুরু হলো। প্রথমে আমি, তারপর আরও কয়েকজন। এয়ারক্রিউ পুরুষ। সে একটু প্রথমে খুব স্মার্টনেস দেখালেও পরে শুকিয়ে গেছে। বাঙ্গালির রক্ত আমার ধমনীতে, এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সব প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দেবার হুংকার যখন দিলাম, তখন স্পাইসজেট নামের সিংহ যে কখন বিড়াল হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি।

ফ্লাইট যখন টেকঅফ করলো তখন, যুদ্ধ জেতার আনন্দে মুষ্টিটা ছুড়ে দিতে ইচ্ছে হলো। তারপর আলো আর আলোর রোশনাই ছেড়ে, রক্তিম মেঘনদীর অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে....যা দেখলাম তা এক অব্যক্ত অনুভূতি!! ফ্লাইট উপরে আরও উপরে উঠছে। আমার রক্তিম মেঘনদী এখন কালো। ঘুম এসে গিয়েছিল। **Sir, Would you want to taste coffee or tea? I am for you and hope you're enjoying the ride.** পেছন ফিরে তাকালাম। সেই এয়ার ক্রিউ। সুদর্শন এক পুরুষ। যাকে একটু আগে রকমারি ভাষায় "অভিনন্দিত" করে বিদ্রোহী হয়েছি। দেখছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে। স্যার,..... প্রফেশনালিজম কি এত কাটখোট্টা হতে পারে!! একটু আগেই এদের বাপান্ত করেছি। লজ্জা হলো। ভীষণ, ভীষণ লজ্জা হলো। অহংকারকে যে এমন ভাবে দুরমুজ করা যায়, শিখলাম। এয়ার ক্রিউএর থেকে। স্যার, আমি তো চাকরি করি।

আমার কোম্পানি বহু কর্মীকে ছাটাই করে দিয়েছে। এবার আমাদের পালা। কি করব জানি না। তবে যতদিন এই পোষাক কোম্পানি দেবে আমি কিন্তু কোম্পানির স্বার্থটাই দেখবো। আপনি চিৎকার করছিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। ভাবছিলাম এটাই হয়ত শেষ জার্নি।

আমি নির্বাক। চাবুক পড়েছে আমার সর্বাঙ্গে। আমরা উড়ছি। বাগডোগরার দিকে আমাদের অভিমুখ। এই স্পাইসজেটে আর চড়বো না। শিক্ষা হয়েছে।

***** কিন্তু এয়ার ক্রিউ, সে তো উড়বে! ঝলমলে পোষাক পড়ে অপেক্ষা করবে, ফ্লাইট কখন উড়বে!!! বাগডোগরা আসছে। সিট বেল্টটা বেঁধেনিলাম। চকমক আলোর আড়ালে যে কি অন্ধকার, কত জন জানে !!!

বিদ্যুৎ সংযোগ না পেয়ে এলাকাবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করার দীর্ঘদিন পরেও চললেও বিদ্যুৎ সংযোগ পরিষেবা মেলেনি। অবশেষে সাহেবগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তর অফিসে বিক্ষোভে শামিল হল দিনহাটা ২ নং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এই বিষয়ে নাজিরহাট ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সাইফুল হক বলেন, তিনি সকাল ১১টা নাগাদ সাহেবগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে আসেন। তাকে বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের অফিসে ডেকে পাঠানো হয় নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগের ফাইনাল পেপার হাতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সকাল ১১টা থেকে দুপুর, আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল চারটে পেরিয়ে গেলেও মেলেনি নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ফাইনাল পেপার। অবশেষে একই সমস্যা সমাধানে আসা দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে সাহেবগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সকল বাসিন্দাদের অভিযোগ বাড়িতে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাহেবগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে জমা দেবার পরেও প্রায় একমাস হতে চললেও মিলছে না বিদ্যুৎ পরিষেবা। তবে এই বিষয়ে সাহেবগঞ্জ বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের আধিকারিক সাগর চন্দ্র বর্মণ প্রথমত কোনরূপ মন্তব্য করতে না চাইলেও পরবর্তীতে তিনি জানান, তাদের দপ্তরের নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগ সেকশনে যিনি কাজ করেন, তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজ দুপুরে বাড়ি গিয়েছেন, তাই আমরা আগামীকাল থেকে ২-৩ দিনের মধ্যে সমস্ত গ্রাহক যারা নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে তাদের বিদ্যুৎ সংযোগ পরিষেবা প্রদান করবেন।

টাকা ফেরত চাইতে বেধড়ক মার খেলেন উপভোক্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: ঘরের তালিকায় নাম না থাকায় কাটমানির টাকা ফেরত চাইতে এসে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা এবং তার স্বামী ছেলের হাতে আক্রান্ত এক উপভোক্তা। মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই উপভোক্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। সাফাই তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত বড়ই এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগকারী অনিতা কুমারী সাহার অভিযোগ তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শকুন্তলা সাহা আবাস যোজনায় ঘরের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার স্বামী দুর্গা প্রসাদ সাহার কাছ থেকে একমাস আগে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন। চলতি মাসে ঘরের তালিকাতে দেখতে পান তাদের নাম নেই। এদিন দুর্গাপ্রসাদ সাহা টাকা ফেরত চাইতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যা তার স্বামী এবং ছেলে মিলে চড়াও হয় দুর্গাপ্রসাদ বাবুর উপর। চলে বেধড়ক মারধর। এমনকি শ্বাসরোধ করে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। এই মুহূর্তে দুর্গা প্রসাদ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্ত্রী হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার দাবি তিনি একটি বৈঠকে ছিলেন। তিনি কোন টাকা নেননি। এসব বিষয়ে জানেন না। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের প্রত্যেকে এই ভাবে টাকা নিয়ে রেখেছে। প্রশাসন মাইকিং যখন করছে তাহলে এদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করুক। না তো মানুষ গিয়ে বাড়ি ঘেরাও করুক। তৃণমূলের দাবি বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে দল পাশে থাকবে না।

রোগী কল্যাণ সমিতিতে অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবশেষে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের নাম ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই নাম ঘোষণা করা হয়। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে রাখা হয়েছে। এর আগে মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন পার্থপ্রতিম রায়। আরজি করের ঘটনার পরে সমস্ত রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেয় সরকার। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকেই রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করে নতুন কমিটি তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে মতোই প্রক্রিয়া শুরু হয়। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি প্রতিনিধির নাম ঘোষণা হয়েছে। এবারে চেয়ারম্যান পুরো কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করবেন।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তার মধ্যেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কলেজ অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান করে নতুন করে রোগী কল্যাণ সমিতি তৈরি করা হবে। গত ১ অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে কলেজ অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, হাসপাতাল এমএসভিপিকে সদস্য সচিব করে আট সদস্যের রোগী কল্যাণ সমিতির কথা বলা হয়। কমিটিতে বাকি ছয় সদস্যের মধ্যে অধ্যক্ষ মনোনীত দু'জন বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, জুনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, একজন নার্স এবং একজন জনপ্রতিনিধিকে কমিটিতে রাখা হবে বলে জানানো হয়। ২ ডিসেম্বর সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২৪ টি রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হিসাবে একজন করে জনপ্রতিনিধির নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই তালিকায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের জন প্রতিনিধি শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিক্যালে তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মালদা মেডিক্যালে ইংলিশবাজার পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরিকে সদস্য করা হয়েছে।

২৩-ডিসেম্বর শুরু হবে কোচবিহার বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শীত মানেই উৎসব। রাসমেলার পর এবারে বইমেলা। আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে কোচবিহার বইমেলা শুরু হবে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলা চলবে। এবারে মেলা হবে কোচবিহার রাসমেলার মাঠেই। গতবছর এবং তার আগের পর পর দু'বার রাসমেলার মাঠ বাদ দিয়ে অন্য মাঠে মেলার আয়োজন হয়। কিন্তু আয়োজকরা মনে করছে, রাসমেলার মাঠই সব থেকে আদর্শ জায়গা। যে জন্যেই এবারে রাসমেলার মাঠে ওই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তা নিয়ে বুধবার ৪ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবিরঞ্জন এবং লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। পার্থপ্রতিম রায় জানান, আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে বইমেলা। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারে মেলায় ১২০ টির মতো স্টল থাকবে। একশোটির মতো প্রকাশনী সংস্থা মেলায় অংশ নেবে। বাইরের প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে স্থানীয়দেরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রত্যেক বছর কোচবিহার জেলা বইমেলা কমিটির তরফে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়। একটি অমিয়ভূষণ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার এবং অপরটি কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার। এবারে ওই পুরস্কারের বিষয়ে দুটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কমিটির তরফ থেকে পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২৯ ডিসেম্বর কবি অরুণেশ ঘোষের জন্মদিন। ওইদিন অরুণেশ ঘোষ দিবস পালন করা হবে।

এর আগে ২০২২ সালে দিনহাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কোচবিহার বইমেলা। গতবছর এবিএনশীল কলেজের মাঠে বইমেলা হয়েছিল। তার আগে ধারাবাহিক ভাবে বইমেলা রাসমেলার মাঠেই হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই মনে করেন, বইমেলার জন্য রাসমেলার মাঠ সবথেকে আদর্শ জায়গা। সেই মতামতকেই এবারে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অশান্ত বাংলাদেশ, আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা, বন্ধ হল মিলন মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে হেমতাবাদের চৈনগর সীমান্তের মাকরহাটে এবার মিলন মেলা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিএসএফ, উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মাইকিং ও প্রচার করে মেলা না হওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত ব্লক ও সংলগ্ন এলাকায় জানানো শুরু করেছে। এর ফলে মনখারাপ এলাকার তথা জেলার মানুষের। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক নেই। তাই বিএসএফের তরফে মেলার জমায়েত রুখতে আবেদন জানানো হয়েছিল। প্রশাসনের উদ্যোগে এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় যাতে কোনও জমায়েত না হয় তা সঠিকভাবে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় এপার-ওপার এক ছিল। এই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে প্রতি বছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের ১ নম্বর চৈনগর পঞ্চায়েতে বাংলাদেশ সীমান্তে বসে মিলন মেলা। বাংলাদেশের শতাব্দী প্রাচীন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে কাঁটাতার মাঝে রেখে দুই দেশের মানুষ মিলিত হয়। এবছর সেই মেলা হওয়ার কথা ছিল ৬ ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতির কারণে এই বছর মেলা নিষিদ্ধ করে প্রশাসন। হেমতাবাদের চৈনগর সহ আশপাশের এলাকায় মাইকিং করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত জানানো হচ্ছে। প্রতি বছর ডিসেম্বরে দুই দেশের মানুষ কিছু সময়ের জন্য কাঁটাতারের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে মিলন মেলায় শামিল হন। দুই প্রান্ত থেকে উপহার ছুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বছর পুরোপুরি বন্ধ রাখা হচ্ছে মিলন মেলা। সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় টহল দেবে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। বিএসএফ ও প্রশাসনের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড: কুশল বরণ চক্রবর্তীর ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে কালো ব্যাজ পরিধান করে প্রতিবাদ জলপাইগুড়ির শিক্ষক সমাজের। ৬ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড: তন্ময় দত্ত জানান, "গতকাল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড: কুশল বরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা করছি আমরা। এর পাশাপাশি বিগত কয়েক মাস ধরে সেই দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ করে হিন্দুদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ করার পাশাপাশি ধিক্কার জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই আশা রাখছি।" অপরদিকে, এই প্রসঙ্গে আনন্দ চন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড: দেবাশীষ দাস বলেন, "গতকাল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড: কুশল বরণ চক্রবর্তীকে যেইভাবে নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে তাতে আমরা মর্মাহত। আমরা আনন্দ চন্দ্র কলেজের শিক্ষক সংস্থার পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি। সেই সঙ্গে যাতে সেই দেশে দ্রুত স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে এবং দুই দেশের মধ্যে শান্তি বজায় থাকে সেই আশা রাখছি।"

বিনামূল্যে কৃষকদের ভুট্টা বীজ প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: চৌধুরীহাটে একশো জন কৃষককে বিনামূল্যে ভুট্টা বীজ প্রদান। বৃহস্পতিবার সকালে চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দেরকুঠি এলাকার মোট একশো জন কৃষককে বিনামূল্যে ভুট্টা বীজ প্রদান করা হয়। এদিন সেখানে উপস্থিত থেকে কৃষকদের হাতে বিনামূল্যে ভুট্টা বীজ প্রদান করেন দিনহাটা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিনী বর্মন। জানা গিয়েছে দিনহাটা দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন বিনামূল্যে এই ভুট্টা বীজ প্রদান করা হয়।

রাসমেলায় দেখা মিলল সন্ন্যাসীর

সম্মান পেলেন দীপ্তিমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া স্মৃতি সম্মান পেলেন ছিটমহল আন্দোলনের অন্যতম নেতা দিনহাটার দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। ৬ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মূল অডিটোরিয়ামে তাঁর হাতে ওই সম্মান তুলে দেওয়া হবে। এর আগে দীপ্তিমানের বাবা প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সেনগুপ্ত ওই সম্মান পেয়েছিলেন। ওই সম্মান পেয়ে খুশি দীপ্তিমান। তাঁর কথায়, "এমন সম্মান পেয়ে ভালো লাগছে। কাজের প্রতি খিদে আরও বেড়ে গেল।" ছিটমহল আন্দোলনে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। একসময় তাঁর বাবার নেতৃত্বে ওই আন্দোলন হয়েছে। ২০০৪ সালে আন্দোলনের দায়িত্ব চলে যায় দীপ্তিমানের হাতে। ওই আন্দোলনের জেরে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পূর্ণ হয়। স্বভাবতই এই সামাজিক আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্যই রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাঁকে নির্বাচিত করেছে।

দীপ্তিমানবাবু জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত ১৪ জন জীবিত ব্যক্তি এ বছর এই সম্মান পাচ্ছেন। তিনি তাঁদের একজন হতে পেরে গর্বিত বলে দাবি করেন।

রাস্তার কাজের উদ্বোধন হিপ্পি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পাকা সড়কের কাজের সূচনা হল কোচবিহারের পাটছড়া গ্রামে। শনিবার সকালে ওই সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ এবং তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি ও কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। সভাধিপতি জানিয়েছেন, পাটছাড়া অঞ্চলের পাকুরতলা কণিকা রোড হইতে হাওড়াবাঁধ হয়ে জোড়া হরি মন্দির পর্যন্ত পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হয়েছে। পথশ্রী-২ প্রকল্পে দুই কোটি ৫১ লক্ষ টাকার প্রকল্পে ওই কাজ হবে।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়া কাইল্যাক রেঞ্জের বুকিং শুরু

শিলিগুড়ি: এবার বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট এবং বিভিন্ন দাম নিয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার সাব-ফোর মিটার এসইউভি সেগমেন্টে প্রথমবারের মতো প্রবেশ করেছে কাইল্যাক। কাইল্যাক চারটি ভেরিয়েন্ট অপশনে আসতে চলেছে - ক্লাসিক, সিগনেচার, সিগনেচার+ এবং প্রেস্টিজ। কাইল্যাক ক্লাসিক ট্রিমের জন্য এসইউভি-এর প্রারম্ভিক মূল্য ৭.৮৯* লক্ষ টাকা। টপ-অফ-দ্য-লাইন কাইল্যাক প্রেস্টিজ পাওয়া যাবে ১৪,৪০,০০০ টাকায়। এছাড়াও, প্রথম ৩৩,৩৩৩ জন গ্রাহক ৩ বছরের স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেন্যান্স প্যাকেজ (এসএমপি) পাবেন। কাইল্যাক-এর জন্য বুকিং আজ বিকাল ৪ টায় খোলা হবে এবং ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ডেলিভারি শুরু হবে। কাইল্যাক ইতিমধ্যেই একটি দুর্দান্ত প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। কাইল্যাক হ্যান্ড-রাইজার, কাইল্যাক ক্লাবের সদস্য এবং ডিলার এনকোয়ারি জুড়ে এক লক্ষ ষাট হাজার জনেরও বেশি মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর পিটার জনেবা বলেছেন, "অল-নিউ কাইল্যাক ভারতে স্কোডা ব্র্যান্ডের জন্য একটি নতুন যুগের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করে। স্কোডা কাইল্যাক শুধু আমাদের জন্য নয়, সেগমেন্টের জন্য একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠবে এবং গ্রাহকের অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি ভারতীয় রাস্তায় ইউরোপীয় প্রযুক্তিকে নিয়ে আসবে। আমরা প্রথম ৩৩,৩৩৩ জন গ্রাহকের জন্য বেস্ট-ইন-সেগমেন্ট মালিকানার অভিজ্ঞতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি। কাইল্যাক ২০২৪ সালের মধ্যে অসাধারণ আলোড়ন এবং গুঞ্জন তৈরি করেছে, যা নভেম্বরে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই এসইউভি গ্লোবাল ডিজাইনের সংকেত, অতুলনীয় ড্রাইভিং গতিশীলতা, আপোষহীন নিরাপত্তা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, একটি প্রশস্ত এবং কার্যকরী ইন্টেরিয়র সব রেঞ্জ জুড়েই প্রাইসিং-এর ভ্যালু দেয়। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে কাইল্যাক আমাদের পরবর্তীতে নতুন বাজারে প্রবেশ, স্কোডা পরিবারে নতুন গ্রাহক আনা এবং ভারতে আমাদের ব্র্যান্ডের উপস্থিতি জোরদার করার লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভি এআই-চালিত স্প্যাম ব্যবস্থাপনা সমাধান চালু করেছে

শিলিগুড়ি: একটি এআই (AI) এবং মেশিন লার্নিং (machine learning) ভিত্তিক স্প্যাম ব্যবস্থাপনা সমাধান (spam management solution) চালু করল শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি (Vi)। এই ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত বার্তার (unwanted messages) বিরুদ্ধে ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। অবিলম্বে কার্যকর এই সিস্টেমটি প্রাক্-নির্ধারিতভাবে স্প্যাম টেক্সট চিহ্নিত করবে এবং ফ্ল্যাগ করার দিকে লক্ষ্য রাখবে, যা এসএমএস (SMS) ভিত্তিক প্রতারণা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে। ইতোমধ্যে, পরীক্ষামূলক পর্যায়ে এই সমাধান ২৪ মিলিয়নেরও বেশি স্প্যাম বার্তা চিহ্নিত করেছে। ভি-র পরিকল্পনা হল স্প্যাম প্রতিরোধের পদক্ষেপ কেবল টেক্সট বার্তায় সীমাবদ্ধ না রেখে ভয়েস কলকেও অন্তর্ভুক্ত করা। এজন্য স্প্যাম রিপোর্ট করার জন্য ভি-র মোবাইল অ্যাপটি উন্নত করার কাজ চলছে। ভি ফিশিং প্রচেষ্টা চিহ্নিত করতে ও স্প্যাম নিয়ন্ত্রণ করতে গ্রাহকদের জন্য সচেতনতা প্রচারাভিযানও পরিচালনা করে। ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের সিটিও জগবীর সিং বর্তমান ডিজিটাল যুগে গ্রাহক নিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে জানান যে, এই প্রযুক্তি সম্ভাব্য স্ক্যামগুলির বিরুদ্ধে প্রকৃত সময়ে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বিনিয়োগকারীদের সহায়তায় নতুন 'ডাইভার্সিফাই স্মার্টলি' উদ্যোগ লঞ্চ করেছে এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড

কলকাতা: এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের হাইব্রিড তহবিলগুলি একটি বহুমুখী বিনিয়োগের বিকল্প অফার করে যা উচ্চ-ঝুঁকির ইক্যুইটি, নিম্ন-ঝুঁকির ঋণ এবং মুদ্রাস্ফীতি হেজগুলিকে একটি একক তহবিলে মিশ্রিত করবে। এটি বিনিয়োগকারীদের বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সুযোগ দেয়, যার ফলে ঝুঁকি এবং রিটার্ন হ্রাস পায়। হাইব্রিড ফান্ডগুলি একটি একক পোর্টফোলিওর মধ্যে বৈচিত্র্য অফার করে, যা ইক্যুইটি এবং ঋণ থেকে সম্ভাব্য লাভ নিশ্চিত করে, তাদের একটি স্থিতিস্থাপক এবং বৃদ্ধি-ভিত্তিক পোর্টফোলিও তৈরির জন্য একটি বাধ্যতামূলক পছন্দ করে তোলে। এসবিআই হাইব্রিড ফান্ড হল মিউচুয়াল ফান্ড স্কিম যা ইক্যুইটি, ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং সোনা ও রুপার মতো পণ্যের মিশ্রণে বিনিয়োগ করে। এটি একটি বৈচিত্র্যময়, নমনীয় বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রস্তাব করে যা নতুন এবং অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, যা বিভিন্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণ করে। ফান্ডগুলি সুষম ঝুঁকি-রিটার্ন, বৈচিত্র্য, সম্পদ শ্রেণীর মধ্যে গতিশীল আন্দোলন এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করে। তারা ইক্যুইটি, ঋণ এবং পণ্যগুলিকে একত্রিত করে, কম ঝুঁকি সহ স্থিতিশীল রিটার্ন প্রদান করে। এসবিআই হাইব্রিড ফান্ডগুলি সম্পদ বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, ইক্যুইটি-ভিত্তিক (অন্তত ৬৫%) থেকে ঋণ-ভিত্তিক (৬০-৭৫%) পর্যন্ত বিকল্পগুলির সাথে। এই তহবিলগুলি বিভিন্ন বিনিয়োগ লক্ষ্য এবং ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য উপযুক্ত বিকল্পগুলি অফার করে। ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ডগুলি নমনীয়, গতিশীল এবং অভিযোজনযোগ্য, যখন আরবিট্রেজ ফান্ডগুলি রিটার্ন জেনারেট করার জন্য নগদ এবং ডেরিভেটিভস বাজারের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য লাভ করে। মাল্টি-অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড একাধিক অ্যাসেট ক্লাসে বিনিয়োগ করে, যেখানে প্রতিটিতে ন্যূনতম ১০% বরাদ্দ থাকে। রক্ষণশীল হাইব্রিড তহবিল কম ঝুঁকির স্তর সহ বৃদ্ধির চেয়ে আয় বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়। আক্রমনাত্মক হাইব্রিড তহবিল তাদের পোর্টফোলিওর ৬৫-৮০% ইক্যুইটি এবং ২০-৩৫% ঋণে বরাদ্দ করে, উচ্চতর রিটার্নের সম্ভাবনা অফার করে। ইক্যুইটি সেভিংস ফান্ড কমপক্ষে ৬৫% ইক্যুইটিগুলিতে, ১০% ডেট ইন্সট্রুমেন্টে এবং একটি অংশ হেজিংয়ের জন্য ডেরিভেটিভগুলিতে বরাদ্দ করে।

XIV সমাবর্তন উদযাপন করেছে কেএল ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি

কলকাতা: কেএল ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি বিজয়ওয়াড়ায় তার XIV বার্ষিক সমাবর্তন উদযাপন করেছে, ১৬৬ পিএইচডি সহ পিএইচডি স্কলার, ৬০৪ জন স্নাতকোত্তর এবং ৩,৯৩৬ জন স্নাতক সহ ৪,৭০৬ জন ছাত্রকে ডিগ্রি প্রদান করেছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ৪২ টি স্বর্ণ এবং ৩৭টি রৌপ্য পদক পেয়েছে, যা বছরের পর বছর উৎসর্গ এবং একাডেমিক কঠোরতার পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ১৪ তম রাষ্ট্রপতি শ্রী রাম নাথ কোবিন্দ। তিনি একটি সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছিলেন যেখানে শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তি, সততা এবং ভবিষ্যত গঠনে উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও এখানে, মাননীয় বিচারপতি আব্দুল নাজির জি, অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপাল এবং কোবিন্দ স্ত্রী শ্রীমতি সবিতা কোবিন্দও উপস্থিত ছিলেন। এই বিশেষ দিনে, ক্যাম্পাস, তার পড়ুয়াদের কৃতিত্ব এবং স্বপ্ন উদযাপন করেছে। গ্র্যান্ড ওপেন-এয়ার থিয়েটার, বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙে সজ্জিত, স্নাতক এবং তাদের গর্বিত পরিবারকে স্বাগত জানায়। এটি এককথায় গর্ব, প্রতিফলন এবং নতুন শুরুর একটি দিন ছিল। কেএল ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটি, একটি A++ গ্রেড সহ ন্যাক (NAAC) দ্বারা প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতী পেয়েছে। এমনকি ন্যাক অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টি ২২তম স্থান অর্জন করেছে। ডিগ্রী এবং পুরস্কার সহ তার ৪৪তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। ড. জি. পারধা সারধি ভার্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন, যা একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, গবেষণা এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রতি প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এই বিষয়ে কেএল ডিমড টু বি ইউনিভার্সিটির মাননীয় চ্যান্সেলর ই আর কোনেরু সত্যনারায়ণ বলেছেন, "আজকের দিনটি শুধু আপনাদের একাডেমিক যাত্রার সমাপ্তি নয় বরং আগামী দিনের সূচনা করতে আপনার ভূমিকাকে চিহ্নিত করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমরা শুধু চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবেলা করে সুযোগে পরিবর্তনই করি না, বরং তাদের স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য অনুপ্রাণিতও করি। আপনার সফলতাই আপনার তৈরি ইতিবাচক প্রভাব দ্বারা পরিমাপ করা হবে।"

এলজি ও কোরিয়ান কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কে-পপ প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে

কলকাতা: এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া এবং কোরিয়ান কালচারাল সেন্টার ইন্ডিয়া অল-ইন্ডিয়া কে-পপ কনটেস্ট ২০২৪-এর তৃতীয় সংস্করণ সমাপ্ত করেছে। এখানে ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রদর্শন করা হয়েছে। LUN8, একটি বিখ্যাত কে-পপ ব্যান্ড, ব্যান্ডটি গতিশীল কোরিওগ্রাফি এবং সংক্রামক শক্তির জন্য পরিচিত। এটি একটি অসাধারণ পারফরম্যান্সের সাথে সকলকে মুগ্ধ করেছে। প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালেতে কলকাতার অভিপ্রিয়া চক্রবর্তী এবং ইটানগরের দ্য ট্রেন্ড যথাক্রমে গান এবং নৃত্য বিভাগে জিতেছে। বিজয়ীরা কে-পপ শিল্প এবং এর প্রাণবন্ত সংস্কৃতি অন্বেষণ করার জন্য কোরিয়ায় একটি সর্ব-ব্যয়-প্রদান ট্রিপ জিতেছে। বিচারকদের একটি বিশিষ্ট প্যানেল দ্বারা বিজয়ীদের বাছাই করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিলেন ডব্লিউ কোরিয়ার সিইও মিস্টার কিম উক, কনটেন্ট ক্রিয়েটিভ কোম্পানি, মিস্টার পার্ক বং-ইয়ং, ওয়ান মিলিয়ন ড্যান্স স্টুডিওর কোরিওগ্রাফার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া নিজেকে একটি ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে যা সর্ব-ভারতীয় কে-পপ প্রতিযোগিতার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে জেন-জি এর সাথে অনুরণিত করে। এই বছরের প্রতিযোগিতা ভারতে কে-পপ এর জনপ্রিয়তাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এলজি ইলেকট্রনিক্স এবং কেসিসি যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করার জন্য, দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রচার অব্যাহত রেখেছে। এই প্রতিযোগিতার সাফল্য ভবিষ্যতে উদযাপনের জন্য মঞ্চ তৈরি করেছে। বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হং জু জিওন বলেছেন, "অল-ইন্ডিয়া কে-পপ প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর গ্র্যান্ড ফিনালে প্রতিভা, আবেগ এবং উৎসর্গের একটি অসাধারণ প্রদর্শন করেছে। দ্য ট্রেন্ড এবং অভিপ্রিয়া চক্রবর্তীকে তাদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এলজি তরুণ প্রতিভাকে সমর্থন করে এবং ভারত ও কোরিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ উদযাপন করে। এই ইভেন্টটি আমাদের তরুণদের সীমাহীন সম্ভাবনা এবং সঙ্গীত ও নৃত্যের একীভূতকরণ শক্তির প্রমাণ।"

দীর্ঘ তিন বছরের জন্য হর্নবিল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল-এর সাথে অংশীদারিত্ব করছে টিকেএম

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর (টিকেএম) হর্নবিল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সাথে সহযোগিতা করে দীর্ঘ তিন বছরের জন্য অংশীদারিত্ব করেছে, এটি ভারতের একটি আইকনিক সাংস্কৃতিক উদযাপন। এটি নাগাল্যান্ডের কোহিমা জেলার নাগা হেরিটেজ ভিলেজ, কিসামাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা ২ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানটিতে জাপানের বিখ্যাত ড্রাম এনসেম্বল, ড্রাম তাও, একটি বিশেষ উদ্বোধনী অভিনয় সহ উত্তেজনাপূর্ণ পারফরম্যান্স প্রদর্শন করবে। হর্নবিল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সাথে টিকেএম- এর এই সহোযোগিতাটি নাগাল্যান্ড এবং উত্তর-পূর্বের জনগণের সাথে কোম্পানির একটি গবীর সংযোগ গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বছর ফেস্টিভ্যালটি টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এর নেতাদের সাথে উদ্বোধন করা হয়েছিল, যার মধ্যে মানসী টাটা, টিকেএম এবং টয়োটা কির্লোস্কার অটো পার্টস (টিকেএপি) এর ভাইস চেয়ারপারসন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, কোম্পানি ইনোভা ক্রিস্টা, ইনোভা হাইক্রস, ফরচুনার, গ্লানজা, আরবান ক্রুজার হাইরাইডার, আরবান ক্রুজার টাইসর, রুমিওন, ক্যামরি, হিলাক্স এবং ভেলফায়ারের মতো জনপ্রিয় মডেলগুলি প্রদর্শন করে উৎসবে একটি আকর্ষণীয় গাড়ি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করেছে। টিকেএম উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সাথে গভীরভাবে জড়িত, তারা ৩৯টি টাচপয়েন্ট সেট আপ করে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। কোম্পানি, গ্রামীণ যুবকদের মধ্যে কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে এএসডিসি-এর সহযোগিতায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সাতটি টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (টি-টিইপি) ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। টিকেএম-এর "স্টার" প্রোগ্রাম অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা করবে। এই অংশীদারিত্বের বিষয়ে, সবরী মনোহর - ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, টয়োটা কির্লোস্কর মোটর বলেছেন, "আমরা টানা তিন বছরের জন্য হর্নবিল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আনন্দিত। অংশীদারিত্বটি শুধুমাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে দৃঢ় সংযোগই গড়ে তুলবে না বরং তাদের উৎসবে আনন্দও যোগ করে।"

লবণের বিশুদ্ধতার একটিই ঠিকানা; টাটা সল্ট

মালদা: টাটা সল্ট, তার বিশুদ্ধতা ও পরিশোধনের ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে ১৯৮৩ সাল থেকে ভারতের আয়োডিনযুক্ত লবণের সেগমেন্টে সেরা সংস্থা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, টাটা সল্ট দেশজুড়ে ১০০টি লবণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ। ফলে, টাটা সল্ট শুধু একটি অঞ্চলে নয়, বরং সমগ্র ভারত জুড়ে বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টাটা সল্ট, লবণের বিশুদ্ধতার এই উদ্যোগের মাধ্যমে, দেশ জুড়ে বিভিন্ন লবণের সাথে কঠোর তুলনামূলক বিশ্লেষণের পর, কোম্পানি নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমান করেছে। এমনকি, কোম্পানি গ্রাহকদেরকে সেরা পণ্য প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে, এটি গ্রাহকদের কাছে সবচেয়ে পছন্দের লবণ হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে, টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের প্যাকেজড ফুডস-ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দীপিকা ভান বলেছেন, "টাটা সল্টের বিশুদ্ধতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার অটল প্রতিশ্রুতির সাথে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের গুণগতমানকে প্রতিফলিত করে। বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে, টাটা সল্ট এই অঞ্চলে লবণের গুণমানের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই আয়োডিনযুক্ত লবণ, মূল 'নারাঙ্গি প্যাক,' যাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা করছি।"

ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াচ্ছে কয়েনসুইচ

কলকাতা: কয়েনসুইচ, ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, দশটি আঞ্চলিক ভাষায় গ্রাউন্ডব্রেকিং বিটকয়েন (বিটিসি) হোয়াইটপেপার অনুবাদ করে ক্রিপ্টো সম্পর্কিত সচেতনতা বাড়াচ্ছে। এই প্রকল্পটি বিটকয়েন সম্পর্কিত ধারণাকে নিজেদের মাতৃভাষায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষমতায়ন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বের প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্লুপ্রিন্ট "বিটকয়েন: এ পিয়ার-টু-পিয়ার ইলেকট্রনিক ক্যাশ সিস্টেম" হোয়াইটপেপার পাওয়া যায়, যা ২০০৮ সালে সাতোশি নাকামোটো -এর ছদ্মনামে লেখা হয়েছিল। কয়েনসুইচ হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, গুজরাটি, উর্দু, কন্নড়, ওড়িয়া এবং মালয়ালম সহ ব্যাপকভাবে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় এই যুগান্তকারী কাগজটি অনুবাদ করে, বিভিন্ন অঞ্চলের নাগরিকদের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে উপলব্ধিগুলিকে উন্নত করছে। বিটকয়েন বর্তমানে পুরোনো রেকর্ড ভেঙে দিয়ে প্রায় $৯৯,৫০০ - এর সর্বকালের সেরা স্থানে পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিপ্টো-পন্থী অবস্থান গ্রহণ এবং ইটিএফ অনুমোদনের পরে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওয়ায়, ক্রিপ্টো শিল্প আশাবাদের পুনরুত্থানের সরাসরি হচ্ছে। এই সুযোগটি হাতছাড়া করার অর্থ হল সম্প্রসারিত সম্পদ হারানো। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল নাগরিকদেরকে বাজারের প্রবণতাকে অনুসরণ না করে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করা। ২০২১সালের ইউনেস্কোর একটি গবেষণা অনুসারে, লোকেরা যখন তাদের মাতৃভাষায় তথ্য সরবরাহ করে তখন তাদের মনে রাখার সম্ভাবনা ২৫-৫০% বেড়ে যায়। কয়েনসুইচ এটি মাথায় রেখে গ্রাহকদের কাছে ব্যাপক আবেদন রাখার প্রয়াস করেছে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, কয়েনসুইচের ব্যবসায়িক প্রধান বালাজি শ্রীহরি বলেছেন, "ক্রিপ্টো বিপ্লব হল বিটকয়েন হোয়াইটপেপারের মূল ভিত্তি। আমরা আঞ্চলিক ভাষায় অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রদান করে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, মিথগুলিকে দূর করার প্রয়াস করছি। এই উদ্যোগটি একটি ক্রিপ্টো-প্রস্তুত ভারত গড়ে তোলার জন্য আমাদের চলমান প্রচেষ্টার অংশ, যেখানে ভাষা আর বৃহত্তর গ্রহণে বাধা নয়।" বিটকয়েনের ইতিহাস এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানতে চাইলে কয়েনসুইচ ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে হোয়াইটপেপারগুলি সহজেই অ্যাক্সেস করতে পারেন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড অপরিহার্য : ঋতিকা সমাদ্দার

কলকাতা: ঋতু পরিবর্তন আপনার ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করতে পারে, তাই প্রাকৃতিক প্রতিকারের প্রয়োজন। এই বিষয়ে পুষ্টিবিদ রিতিকা সমাদ্দার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ডের মতো পুষ্টিকর-ঘন খাবারকে দৈনন্দিন রুটিনে যোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই বহুমুখী সুপারফুডটি ১৫ টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ, যা এটিকে যে কোনও খাবার বা জলখাবারে একটি পুষ্টিকর সংযোজন করে তোলে। ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড, একটি পুষ্টিকর এবং সুষম বাদাম, যা প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বির মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (FSSAI) ইমিউনিটি বৃদ্ধির জন্য আলমন্ড খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে এবং ভারতীয়দের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) খাদ্যতালিকা নির্দেশিকা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন খাওয়ার সুপারিশ করে। আলমন্ড ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা পালমোনারি ইমিউন ফাংশনকে সমর্থন করে এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এটি তামা সমৃদ্ধ, ইমিউন সিস্টেমের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আলমন্ডে জিঙ্ক সমৃদ্ধ, যা নিউট্রোফিল এবং প্রাকৃতিক ঘাতক কোষের মতো সহজাত ইমিউন কোষগুলির বিকাশ এবং কার্যকারিতায় সহায়তা করে। আলমন্ড আপনার দৈনন্দিন খাদ্যের একটি বহুমুখী এবং পুষ্টিকর সংযোজন হতে পারে। এগুলি সকালের বুস্ট, অনুশীলনের আগে বা পরে স্ন্যাক, খাবারের মধ্যে অথবা সালাদ, তরকারি, ডেজার্ট বা স্মুদিতে যোগ করা যেতে পারে। এগুলি প্রাকৃতিক প্রোটিনে সমৃদ্ধ, যা এটিকে টেকসই শক্তি এবং পেশী

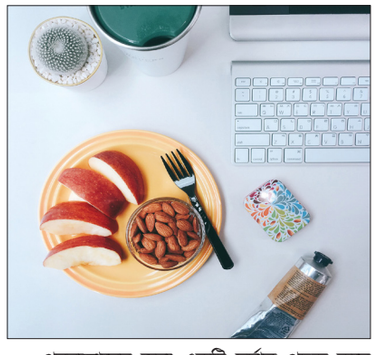

পুনরুদ্ধারের জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে। ICMR নির্দেশিকা অনুসারে, নিয়মিত এটি খাওয়া প্রয়োজনীয়। আলমন্ড ওজন নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখে এবং একটি স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প প্রদান করে।

রাহুল দ্রাবিড়ের সাথে সহযোগিতা করছে শ্রীরাম ফাইন্যান্স

আসানসোল/শিলিগুড়ি: শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড, ভারতের একটি শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী, একটি নতুন ব্র্যান্ড প্রচারাভিযান চালু করেছে, '#TogetherWeSoar'। কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের সাথে কোম্পানি অংশীদারিত্ব করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারতের সাথে একতা ও সংযোগের করার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। এই প্রচারাভিযানের বার্তাটির মাধ্যমে শ্রীরাম ফাইন্যান্স, গ্রাহকদের ক্ষমতায়নের জন্য তাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং তাদের একসাথে তাদের স্বপ্ন অর্জনে সহায়তা করে। তবে, বর্তমানে অধিকাংশ ভারতীয়ই 'তাহলে, কী?' দর্শনকে গ্রহণ করছে, যা তাদের সাফল্যের পথে সমস্ত চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হল উদ্ভাবনী চেতনা উদযাপন করা এবং রাহুল দ্রাবিড়ের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। শ্রীরাম ফাইন্যান্স ভারতে আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রচারে একটি প্রচারণা শুরু করেছে। প্রচারাভিযান, '#TogetherWeSoar', ক্রিকেট কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়কে হিন্দি সংস্করণে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহকে দেখানো হয়েছে। প্রচারটি প্রিন্ট, ডিজিটাল, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং আউটডোর প্ল্যাটফর্ম সহ বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে। বিজ্ঞাপনটি প্রো কাবাডি লিগের সময় সম্প্রচারিত হবে, এবং দর্শকরা পিকেএল চলাকালীন এটি দেখতে পারবেন। প্রচারের সৃজনশীল পদ্ধতি, সাতটি ভাষায় তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রীরাম ফাইন্যান্সকে বিভিন্ন শ্রোতাদের সাথে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভিডিওটি ব্যক্তিদের তাদের জীবনকে উন্নত করতে এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে শ্রীরাম ফাইন্যান্সের সাথে অংশীদারিত্ব করতে উৎসাহিত করেছে। এই প্রচারাভিযানটি শ্রীরাম ফাইন্যান্সের গ্রাহকদের ক্রেডিট অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ যা তাদের বৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

রাসমেলায় আনন্দে বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চারা

রবীন্দ্রনাথ-পার্থপ্রতিম ফের পাশাপাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দ্বন্দ্ব দূরে রেখে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ি পৌঁছালেন তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবিবার ১ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ পার্থপ্রতিমের বাড়িতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের কৃষক সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি খোকন মিঁয়া ও তৃণমূল নেতা আজিজুল হক। দিন কয়েক আগে পার্থপ্রতিমের বাবা সুরেশ বর্মণ অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। সে কারণেই পার্থপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করতে যান রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ছেলেটা কষ্টে রয়েছে। তাঁর পাশে থাকা আমার কর্তব্য।" পার্থপ্রতিম বলেন, "কাকা (রবীন্দ্রনাথ) আমাদের অভিভাবক। তিনি আসাতে ভালো লেগেছে।" দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলে একসময় রবীন্দ্রনাথেরই শিষ্য হিসেবে পরিচয় ছিল পার্থপ্রতিমের। রবীন্দ্রনাথ কুড়ি বছরের বেশি সময় তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিলেন। সেই সময় পার্থ তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা ছিলেন। তার বাইরেও তাঁকে একাধিক পদ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৬ সালে পার্থপ্রতিমকে কোচবিহার লোকসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী করে দল। পার্থপ্রতিম বিপুল ভোটে জয়ী হন। পুরো প্রক্রিয়াই রবীন্দ্রনাথের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে দলের মধ্যেই গুঞ্জন রয়েছে। সাংসদ হওয়ায় কিছুদিন পর থেকে দু'জনের মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ একসময় আবেদন করেছিলেন, তাঁকে যেন আর 'কাকা' বলে কেউ না ডাকেন। পার্থপ্রতিম রবীন্দ্রনাথকে 'কাকা" বলেই ডাকেন। তারপরে অবশ্য ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পার্থপ্রতিমকে টিকিট দেওয়া হয়নি। ওই নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী পরাজিত হন। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে প্রথমে বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ এবং তারপরে পার্থপ্রতিমকে দল সভাপতি করে। সেই সময় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও পার্থপ্রতিমের গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ একাধিকবার প্রকাশ্যে আসে। বর্তমানে অবশ্য দলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পার্থপ্রতিম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান। দীর্ঘসময় পরে আবার পাশাপাশি বসলেন দু'জন।।

উত্তরবঙ্গে আসছে রেলের স্বর্ণযুগ বলে মন্তব্য সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর: উত্তর দিনাজপুর, মালদা সহ উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার রেলের উন্নয়নের জন্য একগুচ্ছ দাবি রেলমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ৩ ডিসেম্বর তিনি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় রেলের উন্নয়নের জন্য দাবি পেশ করেন। এর পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশের অধিক রেল প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে আটকে রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা করেন বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। এই বিষয়ে বালুঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানান, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় ৬১ টি রেল প্রকল্প আটকে রয়েছে জমি-জটের কারণে। সেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি এই সব বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চান তিনি। শুধু তাই নয় নতুন করে একাধিক রেল প্রকল্প চালু ও নতুন ট্রেনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কথা তুলে ধরেন। তার মধ্যে বালুরঘাট থেকে একাধিক নতুন ট্রেন চালুর কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

দিনহাটায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা কলেজ মোড় বাইপাস এলাকায় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো দিনহাটা থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে দিনহাটা থানার তরফে সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য জানানো হয়। জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে দিনহাটা শহরের কলেজ মোড় বাইপাস এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে অভিযান চালায় পুলিশ। সেই গাড়িতে দুইজন ছিল, তাদের কাছ থেকে বেআইনি ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। ধৃতদের বাড়ি বাঁশতলা ও দিনহাটা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বলে জানা গিয়েছে। গ্রেফতার দুজনকেই দিনহাটা মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয় যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভয়ার বিচার চেয়ে মিছিল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এখনও আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে কোচবিহারে। ৪ ডিসেম্বর কোচবিহার শহরে অভয়া'র ন্যায় বিচার সহ পাঁচ দফা দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয় এসইউসিআই। অভয়ার বিচার সহ ওই দাবির মধ্যে ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বামনহাট থেকে শিলিগুড়ি ভায়া ফালাকাটা ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন চালু, ফাঁসিরঘাটে স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি, দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মীয় বিভাজনকারীদের পরাস্ত করতে কোচবিহার শহরে প্রতিবাদ মিছিল সম্পন্ন হয়। মিছিল এসইউসিআইয়ের জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে কাচারি মোড়, হরিশপাল চৌপথি, ভবানীগঞ্জ বাজার, বাস স্ট্যান্ড হয়ে আবার কাচারি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য নেপাল মিত্র। তিনি বলেন, "অভয়ার প্রতি অবিচারের চার মাস হতে চলল। মানুষ বিচার না পেয়ে ক্ষুব্ধ, হতাশ। আর ঠিক এই সময় যখন কলেজে কলেজে থ্রেট কালচারের মাথাদের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সময়ে থ্রেট কালচারের মাথা অভিক দে এবং বিরুপাক্ষ বিশ্বাসকে আবার মেডিকেল কাউন্সিলে ঢোকানো হয়েছে।" তিনি দাবি করেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের জীবন জেরবার করে দিচ্ছে। কোচবিহার জেলার বামনহাট থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত (ভায়া ফালাকাটা) ডিএমইউ ট্রেন বন্ধ করে দিয়েছে, এই ট্রেনের উপর নির্ভর করে বহু মানুষ শিলিগুড়ি, কোচবিহার যাতায়াত করত। সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে বামনহাট-শিলিগুড়ি ভায়া ফালাকাটা ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেন চালু করা হোক। তিনি বলেন, "কোচবিহার শহরের অন্যতম প্রবেশদ্বার ফাঁসির ঘাটে সড়ক সেতু দীর্ঘদিনের দাবি, কিন্তু ভোটবাজ দলগুলো শুধু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেয়, ফাঁসির ঘাটে সেতু নির্মাণের দাবিও আমরা আজকের মিছিল থেকে করছি। দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছে, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মদত দেয় শাসকরা। সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকবৃন্দদের এক হয়ে লড়তে আহ্বান জানাই।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96